‘আবুল হোসেন স্মৃতি পাঠাগারকে বাঁচাতেই হবে’

চুয়াডাঙ্গা নাগরিক কমিটির এক সভা গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় শহরের শেখপাড়ায় অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন, কমিটির সভাপতি তৌহিদ হোসেন।

সভায় চুয়াডাঙ্গাবাসির প্রিয় প্রতিষ্ঠান আবুল হোসেন স্মৃতি গ্রন্থাগারকে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন ইকবাল আতাহার তাজ, অ্যাডভোকেট মানিক আকবর, অ্যাডভোকেট কাইজার হোসেন জোয়ার্দ্দার, মিলন বিশ্বাস, মেহেরাব্বিন সানভি, আবু বক্কর সিদ্দিক, লাভলু রহমান, শফিকুর রহমান, আবুল কাশেম, ফজলে রাব্বি, আশিকুজ্জামান প্রমুখ।

সভায় আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টায় পৌরএলাকার সমস্যাবলি নিয়ে স্মারকলিপি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও শ্রীমন্ত টাউন হল ও আবুল হোসেন স্মৃতি গ্রন্থাগার নিয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভার সভাপতি তৌহিদ হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, জেলার ভাল মানুষদের সুস্থ চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটছে না। যার সম্মান পাওয়ার কথা তিনি পাচ্ছেন না। টাকা এখন সম্মানের মাফকাটি। যার অনেক টাকা তিনি সমাজে সম্মানিত হচ্ছেন। কিন্তু কেন তিনি অঢেল টাকার মালিক তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রেক্ষাপট দিনে দিনে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। আর এসব কারণেই অন্যায় মাথাচাড়া দিচ্ছে। দুর্নীতি বাধাহীন পথে হাটছে। এসবের জন্য আমাদের সংগঠিত হওয়া দরকার। চুয়াডাঙ্গা উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার।

সভা পরিচালনা করেন, চুয়াডাঙ্গা নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক শেখ সেলিম।

চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ পরিকল্পনা

চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপের পরিকল্পনা করেছে চুয়াডাঙ্গা নাগরিক কমিটি। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা শহরের শুভতারা ভবনে এক সভা থেকে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, চুয়াডাঙ্গা নাগরিক কমিটির সভাপতি তৌহিদ হোসেন। সভা উপস্থাপন করেন, কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেখ সেলিম।

সভায় বক্তারা বলেন, চুয়াডাঙ্গা শহরে কোনো ফুটপাত নেই। হাসপাতালে চিকিৎসা মেলেনা। হাসপাতালের দেয়ালে দেয়ালে পানের পিক। চারদিকে নোংরা আবর্জনা। পুরো শহর আবর্জনার শহর হয়ে পড়েছে। চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা যখন তৃতীয় শ্রেণীর পৌরসভা ছিল তখনও এতো নোংরা ছিল না চুয়াডাঙ্গা শহর। আগে শহর পরিস্কার করতে দেখা যেতো। এখন আর দেখা যায় না। শহর দাপিয়ে বেড়ায় অবৈধ যানবাহন। বৈধ যানবাহন ধরে জরিমানা করা হয়। অবৈধ যানবাহন বন্ধ করার কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। উন্নয়নের তালিকায় সবসময়ই চুয়াডাঙ্গাকে রাখা হয় ৬৪ নম্বরে।

জনগণ, রাজনীতিবিদ, সুশিল সমাজের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে সাথে নিয়ে চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে চুয়াডাঙ্গা নাগরিক কমিটি। এজন্য যেসব পদক্ষেপ দরকার তা নেওয়া হবে।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, অ্যাডভোকেট বজলুর রহমান, আবুল কাশেম, আবু বক্কর সিদ্দিক, শাফায়েতুল ইসলাম, মোহাম্মদ শাহজাহান, লিটু বিশ্বাস, নাজিম উদ্দিন, শফিকুর রহমান, লাবলুর রহমান, আছির উদ্দিন, ইকবাল আতাহার তাজ, রেজাওয়ানুর রহমান, অ্যাডভোকেট কাইজার হোসেন জোয়ার্দ্দার ও মানিক আকবর।

আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির আত্মপ্রকাশ

ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে নতুনরুপে আলমডাঙ্গা গঠন করার লক্ষ্যে পেশাজীবি জনগোষ্ঠীদের অন্তর্ভুক্ত করে আত্মপ্রকাশ করল আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটি।

১৩১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটিতে সাবেক আলমডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশন মাস্টার শামসুল হক টুকুকে আহ্বায়ক ও সমাজ কর্মী হাবিবুল করিম চনচলকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। এ কমিটিতে তরুণ প্রজন্মের নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১ টার দিকে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। আগামীতে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে সফর করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ইউনিয়ন পর্যায়ে আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটি পূর্ণাঙ্গ করা হবে বলে জানানো হয় সভায়।

জানা গেছে, নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে উপজেলার তরুণদের সংগঠিত করা হবে। এতে শিক্ষার্থীদের নেওয়া হবে না। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে সংগঠিত করতে আরও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আহ্বায়ক কমিটির নাম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সূশীল সমাজ, সামাজিক সংগঠন, পেশাজীবি সংগঠন, এসএসসি ব্যাচের সদস্য, প্রবাসী প্রতিনিধি, ঢাকা প্রতিনিধি ও শিক্ষকদের সমন্বয়ে পথযাত্রা শুরু করেছে।

এছাড়া আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটি প্রাথমিক কয়েকটি কাজ নির্ধারণ করেছে। এগুলো হলো–জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো, পৌর শহর রক্ষার আন্দোলন হিসেবে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিচ্ছন্নতা বাজায় রাখা, যানজট মুক্ত করতে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা, পরিবেশ সংরক্ষণ, মশা নিধন, আলমডাঙ্গাকে সবুজ নগরায়ন গড়ে তোলার পাশাপাশি শহরে বিল্ডিং কোড না মেনে অবৈধভাবে কংক্রিট জঙ্গল তৈরিতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গিকার বদ্ধ হন। এগুলোকে বাস্তবায়ন করতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বারও একাট্টা ঘোষণা করেন তারা।

আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন,

সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী সিদ্দিক, এরশাদপুর একাডেমী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক শামীম, ডাউকি বশিরা মালিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন, আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীন এটম, সামসুদ্দিন আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল ইসলাম সাগর, আনিসুর রহমান, আশরাফুল কবীর, মোমিনপুর ইউনিয়নের সাবেক (সিইও) সোহরাব হোসেন, ক্রিড়াবিদ মিজানুল হক, আলমডাঙ্গা পৌরসভার সাবেক হিসাব রক্ষক মিজানুর রহমান সাবু, মীর মোহাম্মদ হাসান পল্টু, এমএস জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমান মিজা, হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক আসিফ জাহান রহিম, রোকনুজ্জামান ডাব্লু, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শেখ শফি-উজ জামান, ব্যবসায়ী সংগঠক কামরুল ইসলাম হীরা, রাজ কুমার রামেকা ও শামসুজ্জোহা শাবু।

এই আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক আঃ রাজ্জাক, হারুন অর রশীদ, আক্তার হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ সাজেদুল হক মণি, শিক্ষক ইউনুস আলী, হাফিজুর রহমান, হাসান সাজীদ (হাবিব), মহসিন কামাল, আলিহিম, লিপন বিশ্বাস, সালমান স্বপন, রাজীব, মুন, নাসিম, মিন্টু, মিজান সহ দেড় শতাধিক নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

নাগরিক কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন এমদাদ হোসেন, সার্বিক তত্তাবধানে ছিলেন খন্দকার হাবিবুল করিম চনচল ও বিশেষ সহযোগিতায় ছিল কলেজপাড়া কল্যাণ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

দর্শনা নাগরিক কমিটির উদ্দ্যাগে প্রয়াত মেয়র মতিয়ারের স্মরণ নাগরিক শোকসভা

দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্যরা প্রসংশনীয় উদ্দ্যাগ নিয়েছ। প্রয়াত দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকালে দর্শনা রেল বাজারস্থ বঙ্গবন্ধু চত্তরে অনুষ্ঠিত নাগরিক শোকসভায় অতিথি হিসাবে উপস্তিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক, বীর মুক্তিযাদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, চুয়াডাঙ্গা জজ কর্টোর পিপি এ্যাড বিল্লাল হোসেন, বাংলাদশ জাসদের কেদ্রীয় নেতা আনায়ারুল ইসলাম বাবু, জাসদ নেতা তোহিদ হোসেন, আকসিজুল হক, কমিউনিস্ট পার্টি জেলা সভাপতি সৈয়দ মজনুর রহমান, দামুড়হুদা উপজলা আ.লীগর সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা আ.লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আ. লতিফ অমল, সাবেক চয়ারম্যান গোলাম মর্তূর্জা, অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ মোশারফ হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী।

দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন, অধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান, আ.লীগ নেতা আতিয়ার রহমান হাবু, মেয়র পত্নি রোজিনা রহমান রোজি, দর্শনা পৌর ভারপ্রাপ্ত মেয়র রবিউল হক সুমন, ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, দর্শনা পৌর আ.লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, রেজাউল করিম সবুর, হাবীবি জহির রায়হান, আবু সুফিয়ান, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আ. হান্নান ছোট, সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, ওয়েভ কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান মুকুল, হিন্দু সম্প্রদায় নেতা উত্তম রঞ্জন দেবনাথ, স্বরুপ দাস, আরতি হালসনা, ছাত্রলীগনেতা তোফাজ্জেল হোসেন তপু প্রমুখ।

স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, মতিয়ার রহমান ছিলন, সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসার পাত্র। মেয়র হিসেব যোগ্য এবং সফল ছিলেন। নেতা হিসেবে ছিলেন আপোষহীন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাচ্চার। তার অকাল মত্যুতে শুধু দর্শনা নয় গোটা জেলার মানুষ শোক মুহ্যমান হয়ে পড়ে। মতিয়ারের মতো মেয়র পৌরবাসি হয়তো আর পাবেনা। নাগরিক কমিটির এ ধরণের আয়োজনকে সাধুবাদ জানান বক্তারা।

প্রসংশনীয় এ উদ্দ্যাগ চলমান রাখা হবে বলে জানিয়েছেন কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাও জুবায়ের। দোয়া পরিচালনা করেন দর্শনা পুরাতন বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাজি মাও. নুরুল ইসলাম।

আলোচনা পর্বের আগে প্রয়াত মেয়র মতিয়ার রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল

দিয় শ্রদ্ধা জানায় নাগরিক কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে।